দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ: 9 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

গৌরনদীর ৩০টি ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলে ক্লাস করছে ৭ হাজার শিক্ষার্থী

■ মো. আমান উদ্দিন, গৌরনদী সংবাদদাতা

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭ হাজার শিক্ষার্থী ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ক্লাস করছে। ৩০টির মধ্যে ১৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিত্যক্ত এবং ১২টি ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। দুর্ঘটনার আশংকায় খোলা আকাশের নিচে বহু স্কুলের শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। ফলে ঐসব স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

উপজেলার বাটাজোর ইউনিয়নের নোয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে পুনঃনির্মাণ করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, ঐ সময় নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে ভবনটি নির্মাণ করায় দু'বছর পরেই ভবনের ছাদ চুঁইয়ে ভেতরে পানি ঢুকতে শুরু করে। এছাড়া বিমের পলেস্তারা খসে পড়ে ইতোমধ্যে স্কুলের শিক্ষকসহ কমপক্ষে ২০ জন শিক্ষার্থী আহত হন। স্থানীয় সমাজ সেবক নিজন ঘরামি জানান, সবশেষ গত এক সপ্তাহ পূর্বে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাস চলাকালীন সময় ভবনের বিমের পলেস্তারা খসে পড়ে কমপক্ষে ৫ জন শিক্ষার্থী আহত হয়। এরমধ্যে মনি খানম নামের এক ছাত্রীর ডান হাত ভেঙে গেছে। প্রধান শিক্ষক শুভ্রা রায় জানান, ইতিমধ্যে জরাজীর্ণ ভবনের বিষয়টি একাধিকবার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, নোয়াপাড়া ও বংকুরা গ্রামের একমাত্র এ বিদ্যালয়টিতে প্রায় আড়াইশ' শিক্ষার্থী রয়েছে। ভবনটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় গত নভেম্বর মাস থেকে স্কুল প্রাঙ্গণের বটবৃক্ষের তলে বসে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়া হচ্ছে।

বাহাদুরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রিনা বাড়ৈ জানান, তার বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়া হচ্ছে। স্কুল ভবনটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি হ্রাস পেয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

কাঠালতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা স্মৃতি রানী দাস জানান, তার স্কুল ভবনের ছাদে সম্প্রতি সময়ে ফাটল দেখা দেয়ার পর থেকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ছাত্র অভিভাবক নুর মোহাম্মদ সরদার, আব্দুস ছালাম সেরনিয়াবাতসহ অনেকেই বলেন, স্কুল ভবনের ছাদে ফাটল দেখা দেয়ার পর তাদের ছেলে-মেয়েরা ভবন ধসে পড়ার আতঙ্কে স্কুলে যেতে চায় না। ফলে জরুরি সভা করে গত এক সপ্তাহ থেকে স্কুলের পার্শ্ববর্তী স্থানে খোলা আকাশের নিচে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়ার জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ করা হয়েছে।

উপজেলার হাপানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এম.এম মফিদুর রহমান জানান, তার স্কুলের জরাজীর্ণ ভবনের ছাদের আস্তর খসে ও বিম ধসে পড়ে গত ২৮ এপ্রিল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ঐদিনই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী, শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম, উপজেলা এলজিইডি অফিসের উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. বজলুর রহমান, ওসি আবুল কালাম ও মাহিলাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সৈকত গুহ পিকলু। নেতৃবৃন্দ স্কুল ভবনটি পুরোপুরি ব্যবহারের অযোগ্য ও পরিত্যক্ত ঘোষণা করে সীলগালা করে দেন। তারা একটি অস্থায়ী স্কুল ঘর নির্মাণ করে দেয়ারও আশ্বাস দিয়েছেন। বর্তমানে খোলা আকাশের নিচেই পাঠদান করানো হচ্ছে তার স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের।

গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ইতিমধ্যে উপজেলার ১১২টি সরকারি ও ২টি অস্থায়ী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিত্যক্ত এবং ১২টি ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১০ এপ্রিল গৌরনদী উপজেলার শিক্ষা কমিটির সভায় ভবনগুলো পাঠদানে অনুপযোগী ঘোষণা করা হয়। গত ১১ এপ্রিল শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালককে বিষয়টি পত্র দিয়ে অবহিত করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।